# পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

কারিগরি বিভাগ

কোর্ট কম্পাউন্ড, পো:-বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১০১

## ফেরী ইজারার জন্য দরপত্র আহ্বান (সিল মোহর করা খামে)

(দ্বিতীয় দফায়)

স্মারক সংখ্যা-৪০৬/ডি.ই./ফেরী তাং-০৮-০৮-২০১৯

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে অবগত করা যাইতেছে যে, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের অধীন কালনা/সদর মহকুমা এলাকায় নিম্নলিখিত ফেরীঘাট সমূহের জন্য সিল মোহর করা খামে **আর্থিক বছরের জন্য (২০১৯-২০ আর্থিক বছর)** দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। সমস্ত দরপত্র নিম্নলিখিত তারিখ, সময় সূচী অনুযায়ী জেলা বাস্তুকার, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ এর অফিসে নির্দিষ্ট বাক্সে জমা দিতে হইবে।দরপত্র নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে অফিস চলা কালীন যে কোন সময়ে জমা দেওয়া যেতে পারে।

ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে দরপত্র জমা দিবার পূর্বে ঘাটের অবস্থান, নদীর প্রকৃতি, উভয় দিকের রাস্তা ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক বিবেচনা করিয়া দরপত্র জমা দিতে হইবে।পরে এ বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। নিরাপত্তার বিষয়ে সরকারী আদেশনামা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই গ্রহন করিতে হইবে। প্রতিটি ফেরী ঘাটের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে দরপত্র সাদা কাগজে দর উল্লেখ করে নিম্নলিখিত তথ্য সহ জমা দিতে হইবে।

১ ভোট দেবার পরিচয় পত্রের নকল।

২ নির্দিষ্ট **জামিন জমার অর্থ,** ড্রাফট্ / পে অর্ডার এর মাধ্যমে জিলা বাস্তুকার, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ -এর অনুকূলে, বর্ধমান শহরের কোন সিডিউল ব্যাঙ্ক এর উপর প্রদেয় হইতে হইবে। (Earnest money through Bank Draft /Pay order will be **in favour of District Engineer, Purba Bardhaman Zilla Parishad, payable at Bardhaman**)

সর্বোচ্চ সফল ডাক দাতাকে বাকি অর্থ দরপত্র খোলার দিনই নগদে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ এর মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ এর নামে জমা দিতে হইবে এবং জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সাত দিনের মধ্যে ফেরী মাশুলের হারের তালিকা সহ কুবলিয়ত পত্র জিলা পরিষদের নির্দেশমত ২ জন বিশিষ্ট জামিনদাতার নাম, ঠিকানা ও সহি সহ লেখা পড়া করিয়া রেজিষ্ট্রি করিয়া দিতে হইবে, অন্যথায় বন্দোবস্ত বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

অসফলকারী ডাকদাতাগনের জামিন জমার টাকা জিলা বাস্তুকারের বিবেচনা মত ডাক শেষ হইবার পর ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত ব্যক্তি / সংস্থা পূর্বে জিলা পরিষদের পাওনা টাকা পরিষোধ করেন নাই বা জিলা পরিষদের শর্তানুযায়ী ঘাট ঠিকমত চালাইতে পারেন নাই, তাহাদের দেওয়া দরপত্র গ্রহণ করা হইবে না । ফেরী মাসুলের হারের তালিকা ও চুক্তিপত্রে বর্ণিত শর্তাবলী সমূহ ডাকে অংশগ্রহণ করিবার পূর্বেই জিলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে/অফিসে দেখিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রকাশ থাকে যে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ডাক গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। এই বিজ্ঞপ্তির প্রচারিত হইবার পরও অনিবার্য্য কারনে জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ কোন কারন না দর্শাইয়া প্রকাশিত যে কোন ফেরী ঘাটের বা সমস্ত ফেরীঘাট গুলির দরপত্র বাতিল করিবার/অনুমোদন করিবার অধিকার সংরক্ষিত রাখিতেছেন।

| ক্রমিক সংখ্যা | ফেরী ঘাটের নাম | মহকুমার নাম | দরপত্র জমা দিবার স্থান | সিল মোহর করা খামে সমস্ত তথ্য সহ দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ও তারিখ | জামিন জমারপরিমান (টাকা) | ডাকের সর্বনিম্ন পরিমান (টাকা) | দরপত্র খোলার তারিখ এবং সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | জলুইডাঙ্গা | কালনা | জেলা বাস্তুকার মহাশয়ের কক্ষ পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ | ২১/০৮/২০১৯ বেলা ৩.০০ ঘটিকায় | ২০০০/- | ২১,০০০/- | ২১/০৮/২০১৯ বেলা ৩.৩০ ঘটিকায় |
| ২. | মাজিদা | | | | ৩০০০/- | ৩৫,০০০/- | |
| ৩. | চর কমলনগর | | | | ৫০০/- | ৪,০০০/- | |
| ৪. | কাষ্ঠশালী | | | | ৫০০/- | ৫,০০০/- | |
| ৫. | কুলপাড়া | বর্ধমান সদর | | | ২০০০/- | ২০,০০০/- | |

জেলা বাস্তুকার
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

স্মারক সংখ্যা- ৮০৬ /ডি.ই./ফেরী তাং- ০৮/৮/২২

উপ সচিব/ডি.আই.এ., পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ মহাশয়কে ওয়েব সাইট http://www.burdwanzp.org-তে সম্প্রচারের জন্য প্রেরিত হল।

জেলা বাস্তুকার
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

স্মারক সংখ্যা- ৮০৬/৭৫ /ডি.ই./ফেরী তাং- ০৮/৮/২২

প্রতিলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হল-
জেলা সমাহরতা, পূর্ব বর্ধমান ও নির্বাহী আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা ভূমি ও ভূমি অধিগ্রহন আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান/আর্থিক নিয়ামক ও মুখ্য হিসাব আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/সচিব, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ/পৌরপতি, কালনা পৌরসভা/মহকুমা শাসক, কালনা ও কাটোয়া/সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)/নির্বাহী আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)/সহকারী বাস্তুকার, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ (সকল)/অবর-সহকারী বাস্তুকার, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ (সকল)/অবর-সহকারী বাস্তুকার, এস্টিমেট শাখা/গাণনিক শাখা, জেলা বাস্তুকার, পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ।

জেলা বাস্তুকার
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

স্মারক সংখ্যা- ৮০৬/৭৫/২৩ /ডি.ই./ফেরী তাং- ০৮/৮/২২

প্রতিলিপি সভাধিপতি/সহকারী-সভাধিপতি/অধ্যক্ষ/কর্মাধ্যক্ষ, জিলা পরিষদ (সকল) পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ-এর অবগতির জন্য পাঠানো হল।

জেলা বাস্তুকার
পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

# পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ

বাস্তুকার বিভাগ

কোর্ট কম্পাউন্ড, পোঃ-বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০১

নং - ৮০৬ তাং - ০৮/৮/২২

(দ্বিতীয় দফায়)

## ইজারাদারদের ইজারার বিষয়ে প্রযোজ্য বিশেষ শর্তাবলি

১. প্রতিটি যাত্রীবাহী নৌকাতে লাইফ জ্যাকেট সহ আনুসাঙ্গিক সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক।
২. ফেরীঘাটের দুপাশে মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারে ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।
৩. প্রতিটি ফেরীঘাটে অবশ্যই ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ডুবুরি রাখা বাধ্যতামূলক।
৪. শিশু সহ যে সমস্ত যাত্রী সাঁতার জানেন না তাদের নৌকায় ওঠার আগে লাইফ জ্যাকেট বা সেফটি বেল্ট পড়ানো বাধ্যতামূলক।
৫. পারাপারকারী যাত্রীদের অবশ্যই টিকিট দেওয়া বাধ্যতামূলক। শিশুদের কোন ভাড়া নেওয়া চলবেনা কিন্তু তাদের পাশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।
৬. প্রতিটি ফেরীঘাটের প্রবেশপথ ও বাহির পথের গেটে তালা ও চাবির ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।
৭. নৌকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী ওঠার পর গেট বন্ধ করে দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত পরিমান কর্মচারী নিয়োগ বাধ্যতামূলক।
৮. পরিবহন ব্যবস্থার মতো নিয়ম করে প্রতিটি নৌকার ফিটনেশ পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক।
৯. ফেরীঘাটের ইজারাদারকে নিজস্ব খরচে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক।
১০. প্রতিটি যাত্রীবাহী নৌকায় যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা নৌকায় ও ফেরীঘাটে লিখে রাখা বাধ্যতামূলক।
১১. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফেরী মাসুলের তালিকা প্রতিটি ফেরীঘাটে টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক।
১২. স্নানের ঘাট ও যাত্রী পারাপারের ঘাট অবশ্যই আলাদা করতে হবে।
১৩. নৌকার মাঝি সহ সমস্ত কর্মচারীর সচিত্র পরিচয় পত্র ফেরীঘাটে রাখা বাধ্যতামূলক।
১৪. প্রতিটি ফেরীঘাটে এবং নৌকাতে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।
১৫. নৌকাপিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আলাদা আলাদা ফাইল রাখা বাধ্যতামূলক।
১৬. ২৪ ঘণ্টা ফেরীঘাটে কর্মচারী থাকা বাধ্যতামূলক।
১৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খেয়া পারাপার বন্ধ রাখতে হবে।
১৮. যাত্রী নামা-ওঠার জন্য উপযুক্ত নিরাপদ ব্যবস্থা রাখতে হবে।
১৯. ফেরীঘাটে প্রতিটি নৌকার ক্রমিক সংখ্যা লেখা বাধ্যতামূলক।
২০. ফেরীঘাটে একজন নৈশপ্রহরী রাখা বাধ্যতামূলক।
২১. লিজগ্রহীতাকে ফেরীঘাটের সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের সাথে দুরাভাষে যোগাযোগের ব্যবস্থা সর্বদা রাখা বাধ্যতামূলক।
২২. স্থানীয় প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন যে কোন সময় ফেরীঘাটের ব্যবস্থাদি সরজমিনে তদারকি করিতে পারে এ বিষয়ে ইজারাদারকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

==========::========= ===